

# HSC 2025



## GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

### আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

[userweb.utkorsho.org](http://userweb.utkorsho.org)

অথবা কল করো

+88 09613 715 715



# ବାଂଲା-୧ୟ

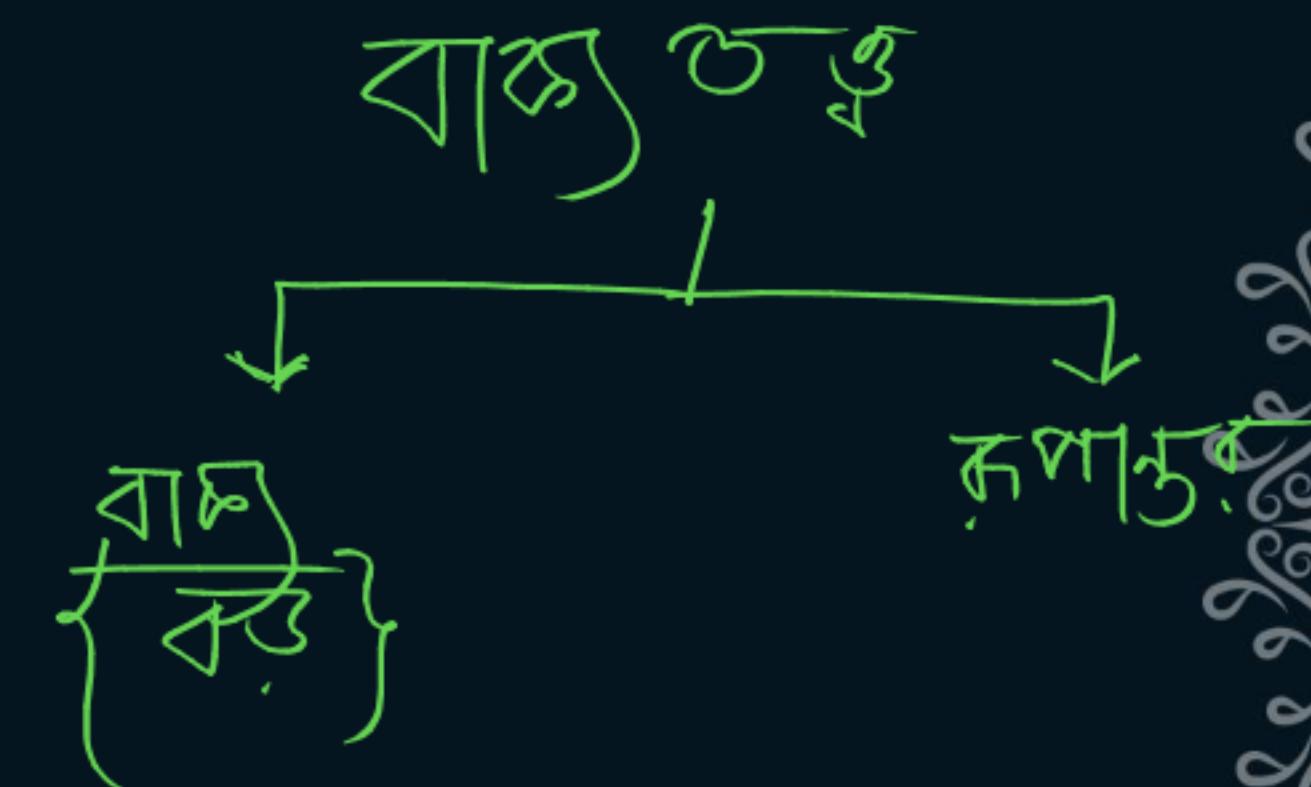
## ଲେକ୍ଚାର-୧୨

ବାକ୍ୟତ୍ତ୍ଵ

✓ ବାକ୍ୟ

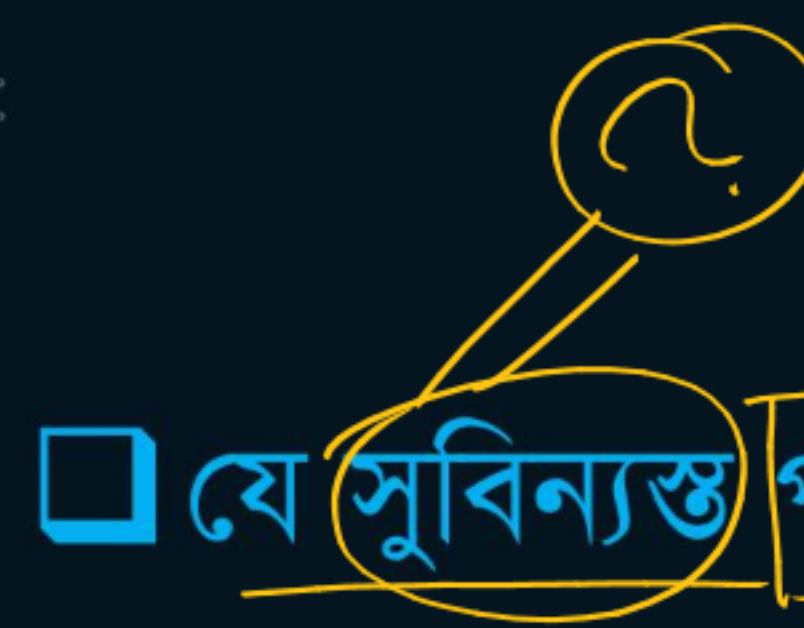
➤ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଣିବିଭାଗ

➤ ସାରାଂଶ-ସାରମର୍ମ

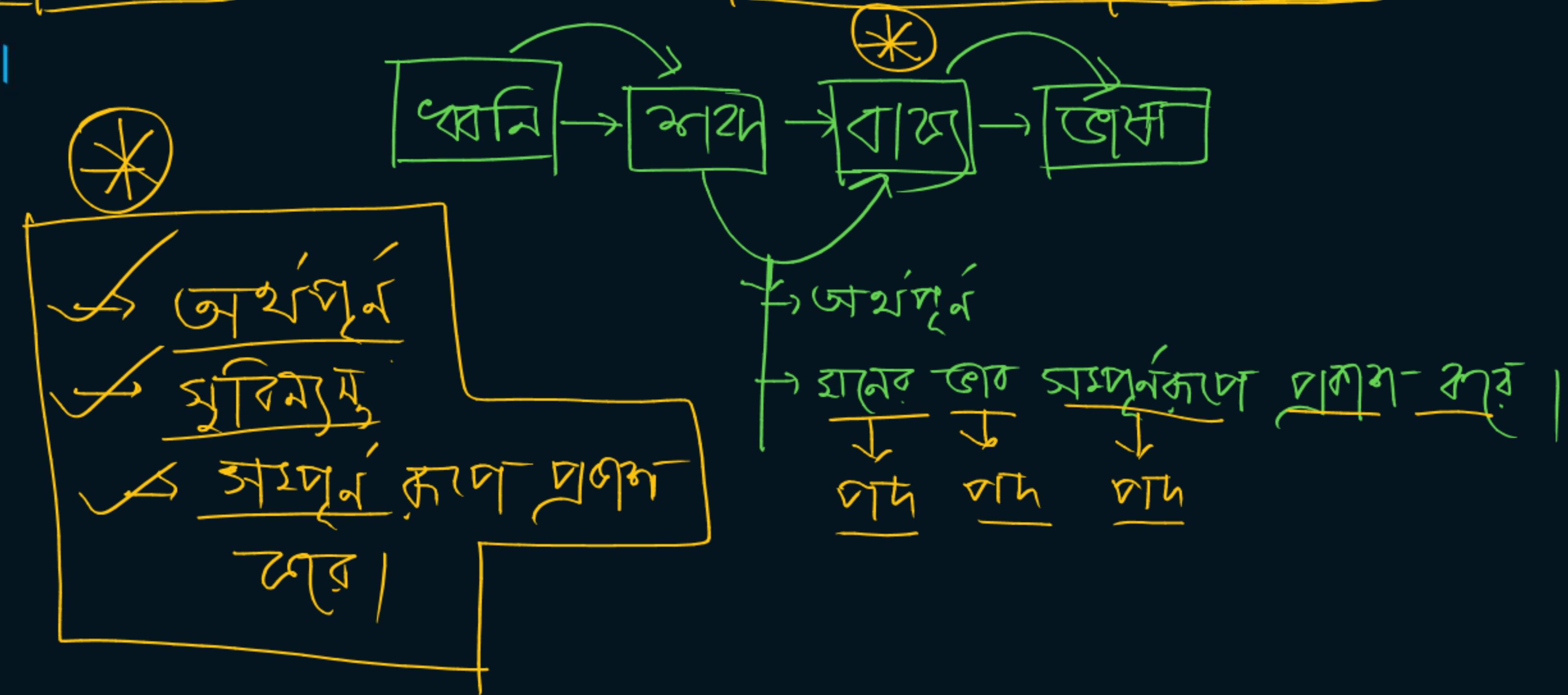




## ବାକ୍ୟ



ଯେ ସୁବିନ୍ୟାସ ପଦସମଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା କୋନୋ ବିଷୟେ ବକ୍ତାର ମନେର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାକେ  
ବାକ୍ୟ ବଲେ ।

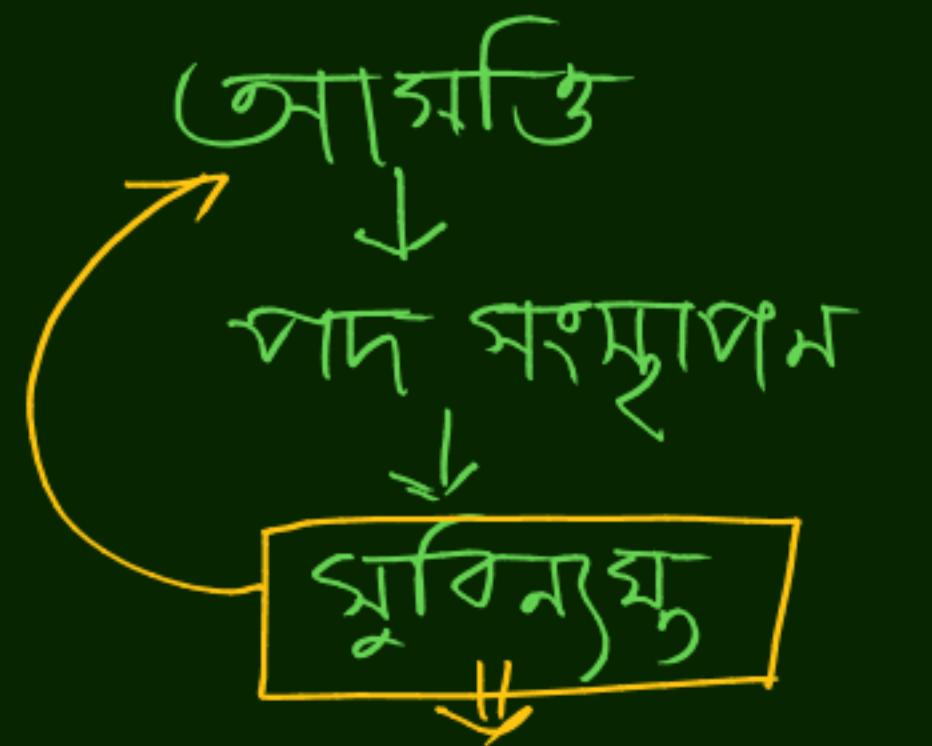




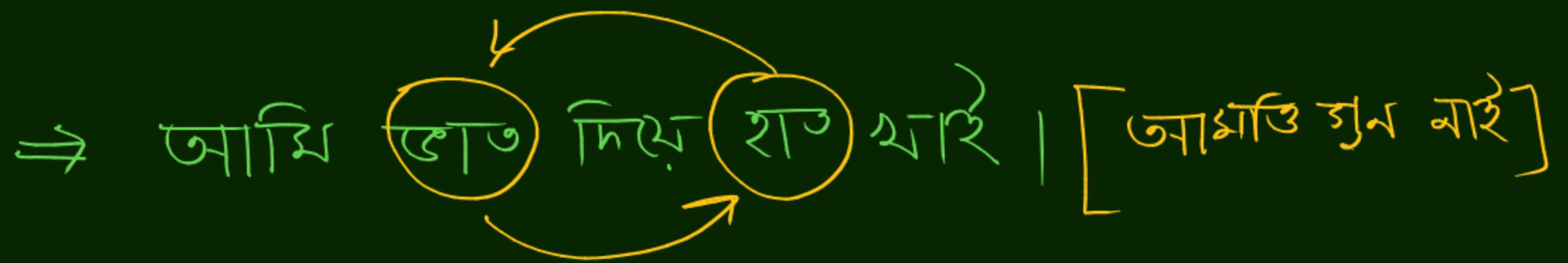
## একটি সার্থক বাক্যের গুণ

উক্ত

- ① স্নাতকোত্তৰ {৫+৩ফ} {College → মহাবিদ্যালয়}
- ② সামগ্রি
- ③ যোগ্যতা  $\rightarrow$  পূর্ণিমার শুনতে পাওয়া
- $\Rightarrow$  Expectation  $\rightarrow$  (শুনতে চাই)
- $\Rightarrow$  মনে কো সম্ভব হ্যাঁ তা,
- ⊗ আমি তাতে যোগ দেব। ~~পরে~~ [অঙ্গভূ]



⇒ মুক্তিব্যুৎ পদ মান্দুপন হই আমতি এলে ।



যোগ্যতা



বাধ্য) - [ আবশ্যিক অর্থ ]  
                  [ অব্যবহৃত অর্থ ] --> আবশ্যিকপূর্ণ ⇒ যোগ্যতা ।

⇒ আমি ইটো খাই | আমি জাত খাই

                            |  
                            |  
                            [ অক্ষরিত ]  
                            |  
                            |  
                            [ চারণাত X ]



## বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[রা. বো.'২৩, ২২; সি. বো., ব. বো., কু. বো., দি. বো., ম. বো.'২২, চ. বো.'১৭]

উক্ত

উত্তর:

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যথন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন- '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।

একটি সার্থক বা আদর্শ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক:

- (i) আকাঙ্ক্ষা
- (ii) আসত্তি (অর্থাৎ নৈকট্য)
- (iii) যোগ্যতা।

উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে সার্থক বাক্য গঠিত হবে না এবং বক্তার মনোভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

(i) আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্যে এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে।

যেমন:

১. ঢাকা বাংলাদেশের.....

২. অর্থই অনর্থের...

এখানে বাক্যটির সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়।



(ii) আসন্তি: বাক্যের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্যে বাক্যান্তিত পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা বা বলার উক্তক্ষণ।

যেমন:

ক. শেরেবাংলা মহান নেতা ছিলেন।

খ. 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'।

এখানে ক-তে যদি বলা হত- 'মহান ছিলেন শেরেবাংলা নেতা' এবং খ-তে 'মেঘ বরষা গরজে ঘন গগনে' তাহলে, বাক্যটির ভাব সঠিকভাবে প্রকাশিত হতো না।

(iii) যোগ্যতা: বাক্যের অর্থগত ও ভাবগত মিলনের জন্যে ব্যবহৃত পদের সুষম সমন্বয়কে 'যোগ্যতা' বলে।

যেমন:

ক. সে নিয়মিত কলেজে যায়।

খ. পাখিরা আকাশে ওড়ে।

কিন্তু যদি বলা হত-

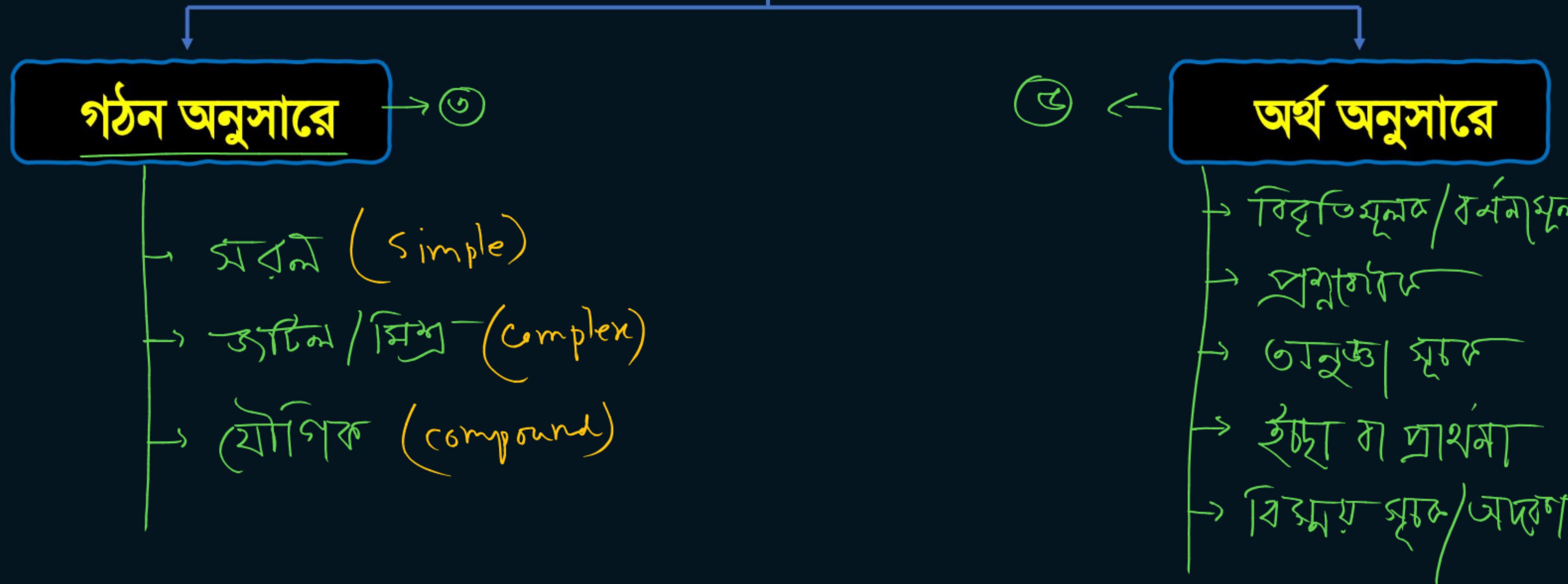
ক. সে নিয়মিত চাঁদে যায়।

খ. মাছেরা আকাশে ওড়ে।

তাহলে আকাঙ্ক্ষা ও আসন্তি অনুযায়ী বাক্যগুলো সঠিক হলেও যুক্তিসঙ্গত অর্থের অভাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় সাধিত হত না। সুতরাং 'যোগ্যতা'র অভাবে বাক্য হিসেবে গণ্য হত না।



## ବାକ୍ୟ





## সরল বাক্য



① একটি কর্তা (-কর্তৃশ্ব) ঘোষ।

② একটি ব্রহ্মা (-ব্রহ্মাণ্ড) ঘোষ।

⊕ আমি জাত খেয়ে হাত ধুয়ে  
জামা পাও গাঢ়ি টাও  
ঝুঁকে যাই।  
মধ্যাহ্ন

① সমাপদঃ আমি জাত ঘোষ।

② অসমাপদঃ আমি জাত ঘোষ।

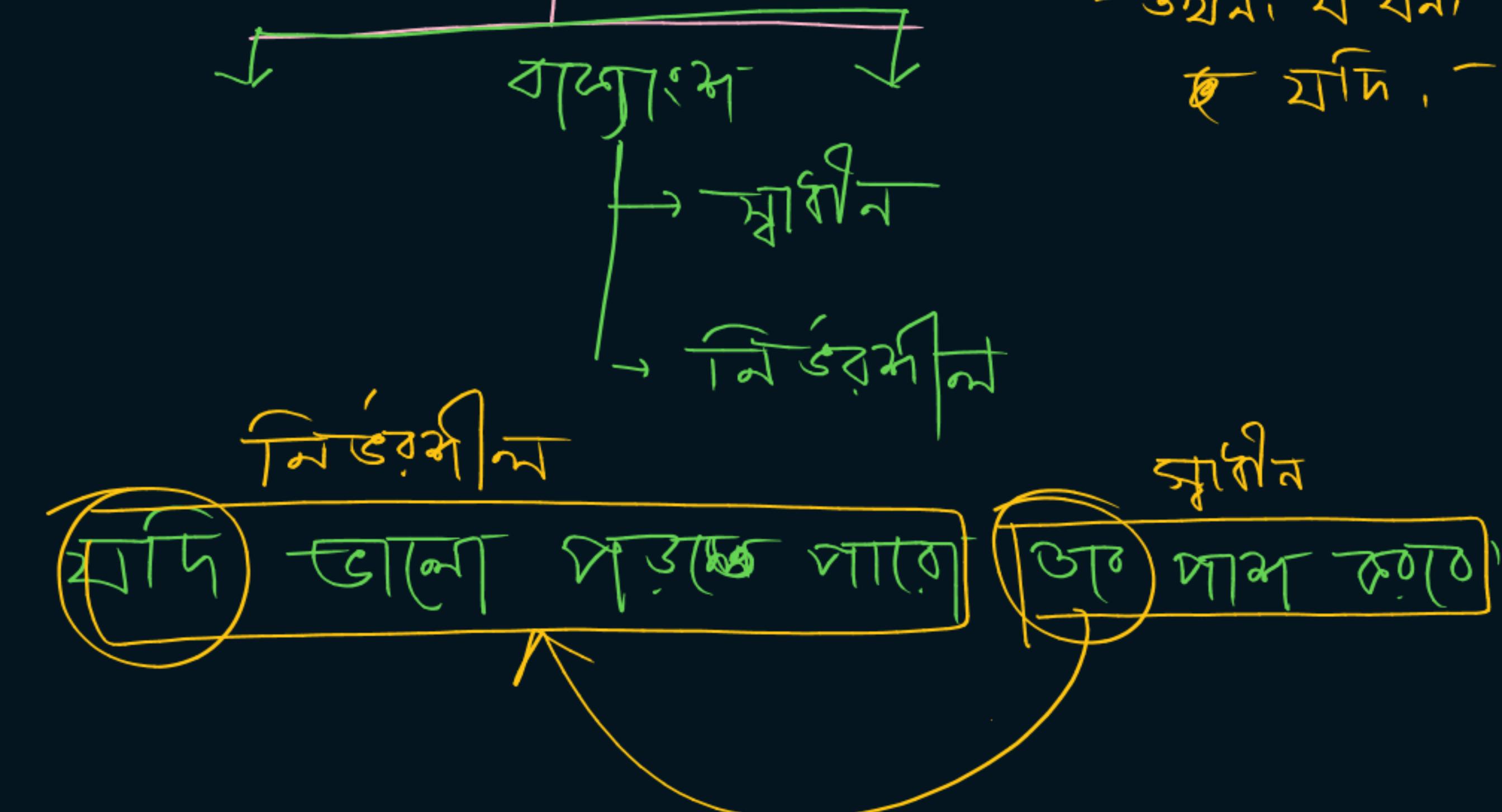


## ଜଟିଲ ବାକ୍ୟ

ମେଜରାଟ୍ ଯେନ, ଫିନି, ଡିନି,

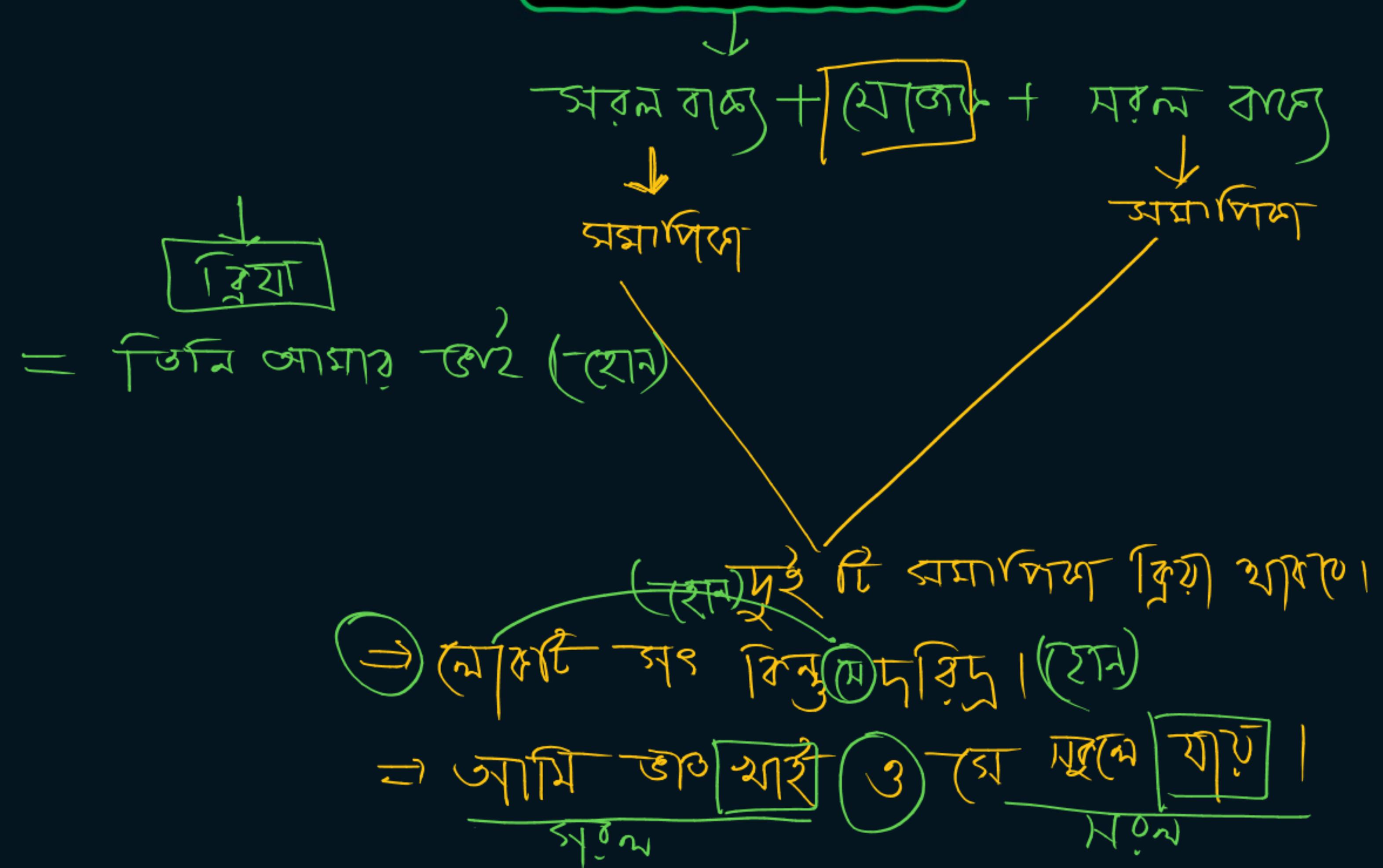
—ଅହ୍ୟ, ଯଥିନ, ତାଥୁଳ,

ଇ ଯଦି, —





## ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ





**বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা কর। গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করো।**

(চ.বো.'২৩, ২২; ব.বো.'২৩; সি.বো.'২৩; কু.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'২৩, ১৯, ১৭; ম.বো.'২৩; ঘ. বো.'২২, ঢা. বো.'১৯, ১৭; ঘ. বো.'১৯; রা. বো., ঘ. বো.,'১৭)

**উত্তরঃ ম্র্ত্যু-**

পরম্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যথন বক্ত্বার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে।  
যেমন- '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত। উপরের উভয় বাক্যই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি এক-একটি বাক্য।

গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা:

- (i) সরল বাক্য
- (ii) জটিল বাক্য
- (iii) যৌগিক বাক্য।

(i) সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।

যেমন- ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।



~~(ii) জটিল বাক্য:~~ যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।  
যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।

↓

আশ্রিত বাক্য

↓

প্রধান খণ্ডবাক্য

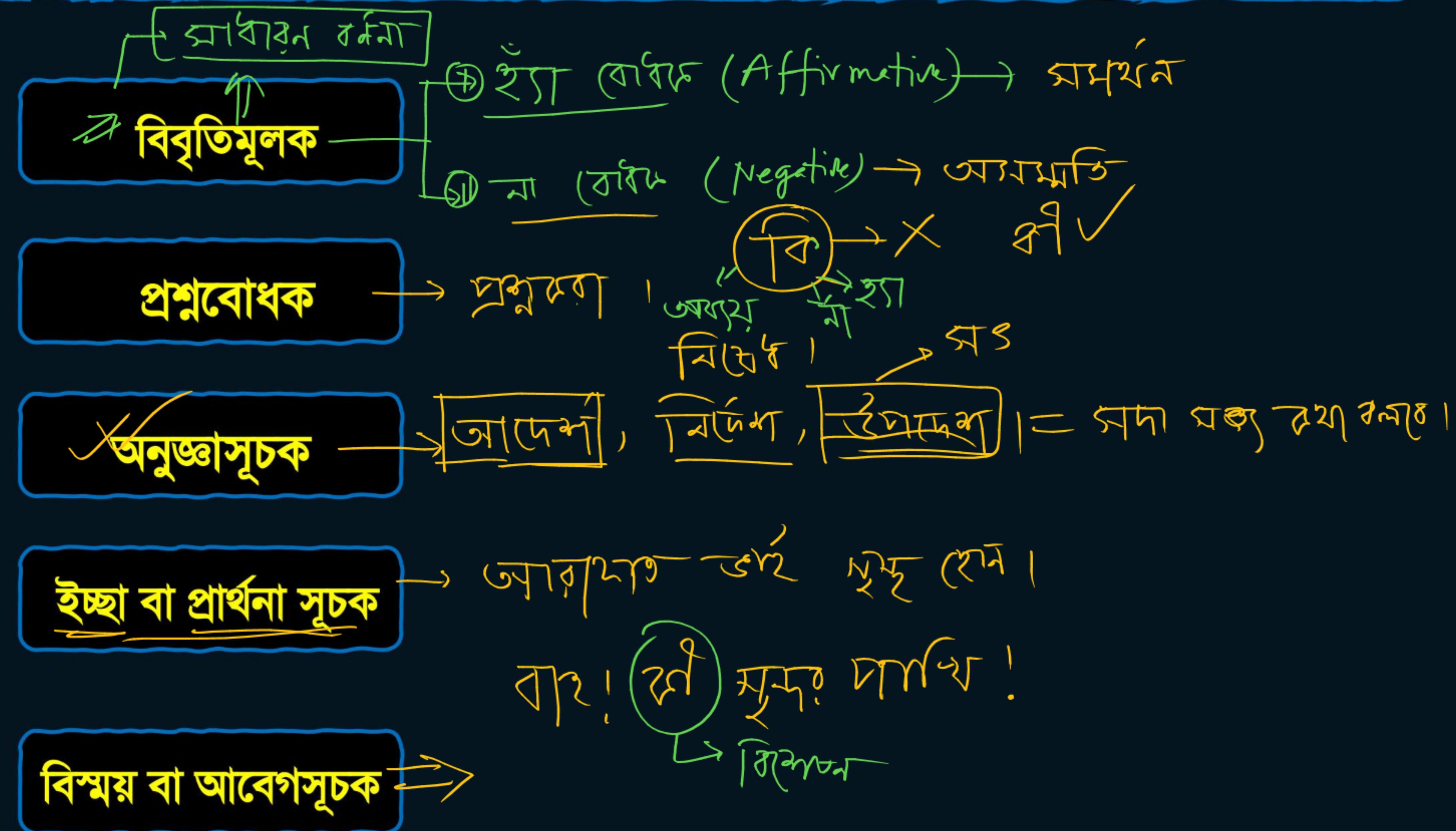
তেমন, যেহেতু... সেহেতু, বরং... তবু ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম দ্বারা যুক্ত থাকে

~~(iii) যৌগিক বাক্য:~~ পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

যেমন-

কঠোর পরিশ্রম করবো, তবুও ভিক্ষা করবো না।

# ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ





ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟେର ଶ୍ରେଣିବିଭାଗ ଉଦାହରଣସହ ଆଲୋଚନା କର ।

ଉତ୍ତର

[ଟ. ବୋ.'୨୩, ୨୨; ଯ.ବୋ.'୨୩; ଚ. ବୋ., ବ. ବୋ.'୧୯]

ଅର୍ଥାନ୍ତରେ ବାକ୍ୟକେ ପ୍ରଧାନତ ପାଁଚ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଏ । ଯଥା: (i) ବିବୃତିମୂଳକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ; (iii) ଜିଜ୍ଞାସାତ୍ମକ ବା ପ୍ରଶ୍ନବୋଧକ; (ii) ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ ବା ଆଦେଶବାଚକ; (iv) ଇଚ୍ଛାପ୍ରକାଶକ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାସୂଚକ; (v) ବିଶ୍ଵାସୂଚକ ।

(i) ବିବୃତିମୂଳକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ: ଏ ଶ୍ରେଣିର ବାକ୍ୟେ ସାଧାରଣଭାବେ କୋନୋ କିଛୁର ବିବୃତି ବା ବର୍ଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୁଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଆବାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଯେମନ-

କ. ଅନ୍ତିବାଚକ (ହଁ-ବୋଧକ): କୋନୋ ଭାବ ବା ବକ୍ତବ୍ୟେର ଅନ୍ତିତ ବା ହଁ-ସୂଚକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରତେ ଅନ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହର ହୁଏ । ଯେମନ- 'ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏକଜନ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ।', 'ତ୍ସଲିମା ପରୀକ୍ଷାଯ ପ୍ରଥମ ହେବେ ।'

ଖ. ନେତିବାଚକ (ନା-ବୋଧକ): କୋନୋ କିଛୁ ଅସ୍ଥିକାର କରତେ ନେତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହର ହୁଏ । ଯେମନ- 'ମିଥ୍ୟାବାଦୀକେ କେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନା ।', 'ଓଖାନେ ବସାର ଜାଯଗା ନେଇ ।'

(ii) ଜିଜ୍ଞାସାତ୍ମକ ବା ପ୍ରଶ୍ନବୋଧକ: ଏ ଶ୍ରେଣିର ବାକ୍ୟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଜିଜ୍ଞାସା କରା ବୋଲାଯ । ଯେମନ- 'ଟ୍ରେନ କି ହେବେଛେ?', 'ତୁମି କି ପାଗଳ ହେବେଛୁ?'



(iii) অনুজ্ঞাসূচক বাক্যঃ এ শ্রেণির বাক্যে আদেশ, উপদেশ, আদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায়। যেমনঃ  
কথনও মিথ্যা বলিও না।

(iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার কোনো কিছুর জন্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা  
বোঝায়। শুভ- অশুভ ইচ্ছা বোঝাতেও এ শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়। যেমন- 'সবার মঙ্গল হোক', 'যদি প্রথম হতে  
পারতাম!'

(v) আবেগসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে আনন্দ, শোক, উৎসাহ, ঘৃণা, বিস্ময়, কাতরতা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যেমন-  
'বাহ, কী সুন্দর পাহাড়!', 'হায়! কী সর্বনাশ ঘটল!', 'ছিঃ! তুমি এ কাজ করতে পারলে।'



# বাক্যান্তর

০১। সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক) → প্রশ্ন

► প্রশ্নবোধক: সরস্বতী বর দেবেন কি? মর্যাদা বি এবং দেবেন না।

০২। এদেশ বড়ো বিচিৰি। (বিস্ময়বোধক) !, আমেৰি।

► বিস্ময়বোধক: কী বিচিৰি এ দেশ! বাহু মৈ শিখি (দেশ)।

০৩। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী কৱিবার ইচ্ছা আমার নাই। (জটিল)

► জটিল: যাহা ঠাট্টার সম্পর্ক, তাহাকে স্থায়ী কৱিবার ইচ্ছা আমার নাই।

০৪। তিনি ধনী হলেও অসাধু নন। (জটিল) → ধনী

► জটিল: যদিও তিনি ধনী, তবুও তিনি অসাধু নন।

০৫। পৃথিবী অঙ্গায়ী। (নেতৃত্বাচক)

► নেতৃত্বাচক: পৃথিবী চিৱায়ী নয়। না এখ

০৬। তুমি দীর্ঘজীবী হও। (নির্দেশক)

► নির্দেশক: তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা কৱছি।



(সংলগ্ন)

মুচ্চার্জিত

গুরুত্ব

সংলগ্ন

- ০৭। তার বয়স হিলেও শিক্ষা হয়নি। (যৌগিক) সংলগ্ন
- যৌগিক: তার বয়স হয়েছে কিন্তু শিক্ষা হয়নি।
- ০৮। আইন মেনে চলা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) বাক্যান্তর
- অনুজ্ঞাসূচক: আইন মেনে চলো/চলবে।
- ০৯। যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী (সরল বাক্য) ব্যাখ্যা
- সরল বাক্য: জ্ঞানীই সত্যিকার ধনী
- ১০। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক) সংলগ্ন  
৭
- প্রশ্নবোধক: বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
- ১১। সূর্যোদয়ে অঙ্গকার কেটে যাবে। (জটিল) ব্যাখ্যা
- জটিল: (যখন) সূর্যোদয় হবে (তখন) অঙ্গকার কেটে যাবে
- ১২। বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে। (সরল) ব্যাখ্যা
- সরল: বিপদ এলে দুঃখও আসে।
- ১৩। আমাকে যেতে হবে। (নেতিবাচক) ব্যাখ্যা
- নেতিবাচক: আমাকে না গেলে হবে না।
- ১৪। নদীটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) ব্যাখ্যা
- বিস্ময়সূচক: বাহু! কী সুন্দর নদী।

{ বাক্যান্তর }

ব্যাখ্যা

নির্ণয় মামা

{ গ্রামান্তর } বিষ্য  
গ্রামান্তর



୧୫। ଏକେଇ କି ବଲେ ସଭ୍ୟତା? (ନେତିବାଚକ)

➤ ନେତିବାଚକ: ଏକେଇ ସଭ୍ୟତା ବଣେ ନା।

୧୬। ସେ ଚୁପ ରହିଲା। (ନେତିବାଚକ)

➤ ନେତିବାଚକ: ସେ କିଛୁ ବଲାନା।

୧୭। ଦେଶପ୍ରେମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶକେ ଭାଲୋବାସେ। (ଯୌଗିକ)

➤ ଯୌଗିକ: ତିନି ଦେଶପ୍ରେମିକ, ତାହିଁ ଦେଶକେ ଭାଲୋବାସେନ।

୧୮। ଆମି ମିଥ୍ୟା ବଲିନି। (ଅନ୍ତିବାଚକ)

➤ ଅନ୍ତିବାଚକ: ଆମି ସତ୍ୟ ବଲେଛି।

୧୯। ବିଦ୍ୟାନକେ ସବାଇ ଶନ୍ଦା କରେ। (ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ)

➤ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ: ବିଦ୍ୟାନକେ କେଣା ଶନ୍ଦା କରେ?

୨୦। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଯା ଉଚିତ। (ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ)

➤ ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ: ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋ।

୨୧। ତୋରେର ବାତାସ ନିର୍ମଳ। (ବିଶ୍ଵଯସୂଚକ)

➤ ବିଶ୍ଵଯସୂଚକ: ବାହ୍! କୀ ନିର୍ମଳ ତୋରେର ବାତାସ।

୨୨। ଶିକ୍ଷକ ଆସା ମାତ୍ରଇ ଶିକ୍ଷାରୀରା ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଳ। (ଜଟିଲ)

➤ ଜଟିଲ: ଯଥନ ଶିକ୍ଷକ ଆସଲେନ, ତଥନଇ ଶିକ୍ଷାରୀରା ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଳ।

୨୩। ସଦା ସତ୍ୟ କଥା ବଲା ଉଚିତ। (ଅନୁଜ୍ଞା)

➤ ଅନୁଜ୍ଞା: ସଦା ସତ୍ୟ କଥା ବଲବେ।



২৪। দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে? (নির্দেশাত্মক)

► নির্দেশাত্মক: দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।

২৫। মানবতার ধর্মই বড় ধর্ম। (প্রশ্নবোধক)

► প্রশ্নবোধক: মানবতার ধর্মই বড় ধর্ম নয় কি? হারাম লাগছু?

২৬। ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা (জটিল)

*Thought* ► জটিল: যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।

২৭। দরিদ্র হলেও তার মন ছোটো নয়। (যৌগিক বাক্য)

► যৌগিক: সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোটো না।

২৮। যেমন করবে তেমন ফল পাবে। (সরল)

► সরল: কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।

২৯। শিশুরা দৃষ্টিমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক)

► নেতিবাচক: শিশুরা দৃষ্টিত পরিবেশ চায় না।



দুর্ঘটনা  
মেডিয়েচিভ

দুর্ঘটনা

- ৩০। মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবেনা। (প্রশ্নসূচক)
- প্রশ্নসূচক: মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
- ৩১। দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত। (অনুজ্ঞা)
- অনুজ্ঞা: দুর্জনকে দূরে রেখো। {গুণ্ঠন}
- ৩২। সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল)
- জটিল: যখন সূর্যোদয় হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।
- ৩৩। রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (অনুজ্ঞা)
- অনুজ্ঞা: রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করবে।
- ৩৪। শীতের পিঠা খেতে খুব মজা। (বিষ্ময়সূচক)
- বিষ্ময়সূচক: শীতের পিঠা খেতে কী মজা!
- ৩৫। যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান। (সরল)
- সরল: দানেই তার প্রাপ্তি।
- ৩৬। বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক। (নির্দেশাত্মক)
- নির্দেশাত্মক: বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।



୩୭। ସେଇ ବାଁଶିର ସୁର ଖୁବ ମିଷ୍ଟି । (ବିଶ୍ଵୟସୂଚକ)

► ବିଶ୍ଵୟସୂଚକ: କୀ ମିଷ୍ଟି ସେଇ ବାଁଶିର ସୁର! / ବାହ! ସେଇ ବାଁଶିର ସୁର କୀ ମିଷ୍ଟି ।

~~୩୮। ଯେହେତୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଯେଛେ, ସେହେତୁ ଫସଲ ଭାଲୋ ହବେ । (ସରଳ)~~

► ସରଳ: ବୃଷ୍ଟି ହେଯାଯାଇ ଫସଲ ଭାଲୋ ହବେ ।

୩୯। ସକଳେଇ ଫୁଲ ଭାଲୋବାସେ । (ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ) Everyone

► ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ: ଫୁଲ କେ ନା ଭାଲୋବାସେ?

୪୦। ଆମି ତୋମାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି । (ପ୍ରାର୍ଥନାସୂଚକ)

► ପ୍ରାର୍ଥନାସୂଚକ: ତୋମାର ମଙ୍ଗଳ ହୋକ ।

୪୧। ଏମନ କଥା ସେ ମୁଖେ ଆନିତେ ପାରିତ ନା । (ଅଞ୍ଚିବାଚକ)

► ଅଞ୍ଚିବାଚକ: ଏମନ କଥା ସେ ମୁଖେ ଆନିତେ ଅପାରଗ ।

୪୨। ଜନ୍ମଭୂମିକେ ସବାଇ ଭାଲୋବାସେ । (ନେତିବାଚକ)

► ନେତିବାଚକ: ଜନ୍ମଭୂମିକେ ଭାଲୋବାସେ ନା ଏମନ କେଉ ନେଇ ।

୪୩। ପୁଲିଶେର ଲୋକ ଜାନିବେ କୀ କରିଯା? (ନେତିବାଚକ)

► ନେତିବାଚକ: ପୁଲିଶେର ଲୋକ ଜାନିବେ ନା ।

୪୪। ଭୁଲ ସକଳେଇ କରେ । (ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ)

► ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ: ଭୁଲ କେ ନା କରେ? / ସକଳେଇ କି ଭୁଲ କରେ ନା?



## সারাংশ-সারমর্ম

উক্ত

বাধক্য তাহাই যাহা- পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব-মানবের অভিনব জয়বাত্রার শুধু বোৰা নয়; বিষ্ণু; শতাব্দীর নবব্যাত্রীর চলার ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের, পাষাণস্তুপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব-অরূপোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণচতুর্ভুল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্য যাহারা আজ কক্ষালসার- বৃদ্ধ তাহারাই।

[ঢ.বো.'২৩]

সারাংশ: বাধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বেঁধে বিচার করা যায় না। যাদের মন জড় পদার্থের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নতুন উদ্যম ও চেতনাকে যারা ভয় পায়- প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ তারাই। অন্যদিকে যারা উদ্যমী, নতুনকে সাগ্রহে বরণ করে নেয়, তারা বয়সে বৃদ্ধ হলেও মনের দিক থেকে তারা তরুণ।





## সারাংশ-সারমর্ম

উক্ত

সত্যিকার মানবকল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে উত্তরাধিকারকে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রমুখ কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সবাই তো মানবিক চেতনার উদাত্ত কর্তৃস্বর। বঙ্গিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় উক্তি: "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ।

[রা.বো.'২৩]

সারাংশ: মহৎ চিন্তার মাধ্যমেই প্রকৃত মানব কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের মানবিক চিন্তার মাধ্যমে মানব কল্যাণের চেষ্টা করে গেছেন। সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিই মানবিক চেতনার ধারক ছিলেন।



## সারাংশ-সারমর্ম

উক্ত

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাড়ার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদে আছে যে, সর্পের মাথায় মণি থাকিলেও সে ভয়ঙ্কর। সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নয়।

[চ.বো.'২৩]

**সারাংশ:** বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ হলেও চরিত্র মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অলংকার এবং তা বিদ্যার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রহীন হলে অবশ্যই সে পরিত্যাজ্য। কারণ দুর্জনের সাহচর্যে নিজের চরিত্রও হতে পারে কল্পিত।



## সারাংশ-সারমর্ম

উক্ত

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি; আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডবেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এ মৃত্যুকে জয় না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

[দি.বো.'২৩; ঢা. বো.'২২, ঘ. বো.'১৭]

**সারাংশ:** আজকের পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন ও বৈভবের নেশায় প্রচণ্ডভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ নেশা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করছে। এ থেকে উদ্ধার পেতে হলে মনুষ্যত্ব নামক সিঁড়িটি খুঁজে পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।



## ସାରାଂଶ-ସାରମର୍ମ

ଉକ୍ତ

ଜାତି ଶୁଦ୍ଧ ବାହିରେ ଐଶ୍ୱର-ସନ୍ତାର, ଦାଳାନ-କୋଠାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଶକ୍ତିର ଅପରାଜ୍ୟେତାଯ ବଡ଼ ହୟ ନା, ବଡ଼ ହୟ ଅନ୍ତରେ ଶକ୍ତିତେ, ନୈତିକ ଚେତନାଯ ଆର ଜୀବନପଣ କରେ ଅନ୍ୟାଯେର ବିରତ୍ତକେ ଦାଁଡାନୋର କ୍ଷମତାଯ । ଜୀବନେର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଛାଡ଼ା ଜାତୀୟ ସନ୍ତାର ଭିତ କଥନୋ ଶକ୍ତ ଆର ଦୃଢ଼ ହତେ ପାରେ ନା । ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନାଶ୍ୟାମୀ ହୟେ ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଛଢ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲେଇ ତବେ ଜାତି ଅର୍ଜନ କରେ ମହତ୍ୱ ଆର ମହେ କର୍ମେର ଯୋଗ୍ୟତା । ସବ ରକମ ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ବୃଦ୍ଧତା ବାହନ ଭାଷା ତଥା ମାତୃଭାଷା, ଆର ତା ଛଢ଼ିଯେ ଦେଓଯାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖକ ଓ ସାହିତ୍ୟକଦେର ।

[ବ. ବୋ.'୨୨]

ସାରାଂଶ: ଅବକାଠାମୋର ଐଶ୍ୱର୍ୟେ ନଯ ବରଂ, ଜାତିର ମହତ୍ୱ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏର ନୀତି ଓ ନୈତିକତାର ଓପର ଯାର ଭିତ୍ତି ହଲେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ । ଆର ମାତୃଭାଷାଯ ତା ଛଢ଼ିଯେ ଦେଓଯାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖକଦେର ।



## সারাংশ-সারমর্ম

উক্ত

সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ  
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।  
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ-  
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।  
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত  
মানুষে মানুষে হলো কত হানাহানি।  
এবার মোদের পুণ্যে সমুদ্দিবে প্রেমের প্রভাত  
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দের বাণী।

[রা.বো.'২২; ঢা.বো.,সি.বো.'১৭]

সারমর্ম: মানুষে মানুষে হিংসা-হানাহানির সম্পর্ককে পরিত্যাগ করে তাদের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করলেই সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে।



## সারাংশ-সারমর্ম

ଉক্ত

দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,  
মাথা উঁচু রাখিস ।

সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,  
ধৈর্য ধরে থাকিস ।

রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে  
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,  
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে  
উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস ।

[সি.বো., কু.বো.'২২; রা.বো.'১৯]

সারমর্ম: এ জীবন সংগ্রামময়। জীবনে যদি কখনো দুঃখ-দৈন্য নেমে আসে, তাহলে অসীম সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে  
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করা উচিত।



## ସାରାଂଶ-ସାରମର୍ମ

ଉକ୍ତ

ଏସେହେ ନତୁନ ଶିଶୁ, ତାକେ ଛେଡେ ଦିତେ ହବେ ହ୍ରାନ,  
ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀତେ ବ୍ୟର୍ଥ, ମୃତ ଆର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପିଠେ  
ଚଲେ ଯେତେ ହବେ ଆମାଦେର ।

ଚଲେ ଯାବୋ- ତବୁ ଆଜ ଯତକ୍ଷଣ ଦେହେ ଆଛେ ପ୍ରାଣ ।  
ପ୍ରାଣପଣେ ପୃଥିବୀର ସରାବୋ ଜଙ୍ଗଳ,  
ଏ ବିଶ୍ଵକେ ଏ ଶିଶୁର ବାସଯୋଗ୍ୟ କରେ ଯାବୋ ଆମି,  
ନବଜାତକେର କାହେ ଏ ଆମାର ଦୃଢ଼ ଅଞ୍ଚିକାର ।

ସାରମର୍ମ: ଯେ ନତୁନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଯେଛେ, ତାକେ ସମାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରତେ ହବେ ଏବଂ ପୁରାତନକେ ମୃତ ଓ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପେ ହ୍ରାନ କରେ  
ନିତେ ହବେ । ସମ୍ମତ ଜଙ୍ଗଳ ପରିଷକାର କରେ ଏ ପୃଥିବୀକେ ନତୁନ ଶିଶୁର ବାସୋପଯୋଗୀ କରେ ଗଡ଼େ ତୋଳାର ଦୃଢ଼ ଅଞ୍ଚିକାର ବ୍ୟକ୍ତ  
କରତେ ହବେ ପ୍ରବୀଣଦେରକେଇ ।



## ସାରାଂଶ-ସାରମର୍ମ

ଉକ୍ତ

ବହୁଦିନ ଧରେ ବହୁ ତ୍ରୋଶ ଦୂରେ  
ବହୁ ବ୍ୟଯ କରି ବହୁ ଦେଶ ସୁରେ,  
ଦେଖିତେ ଗିଯାଛି ପର୍ବତମାଳା  
ଦେଖିତେ ଗିଯାଛି ସିନ୍ଧୁ ।  
ଦେଖା ହୁଯ ନାହିଁ ଚକ୍ର ମେଲିଯା  
ଘର ହତେ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ପା ଫେଲିଯା,  
ଏକଟି ଧାନେର ଶିଷେର ଉପର  
ଏକଟି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ।

ସାରମର୍ମ: ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନେର ଜନ୍ୟ ମାନୁଷ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଯ କରେ ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତେ ଛୁଟେ ଯାଯ । କିନ୍ତୁ ହାତେର କାହେ  
ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ପଡ଼େ ଥାକେ ତା ଦୃଷ୍ଟିଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଯ ନା । ତାହିଁ ସହଜେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତ ଥାକେ ।



আবার দেখা হবে, ইনশাল্লাহ!